হোমিও ওষুধের

শক্তি-মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞান

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের
রোগী বিবরণী সহ

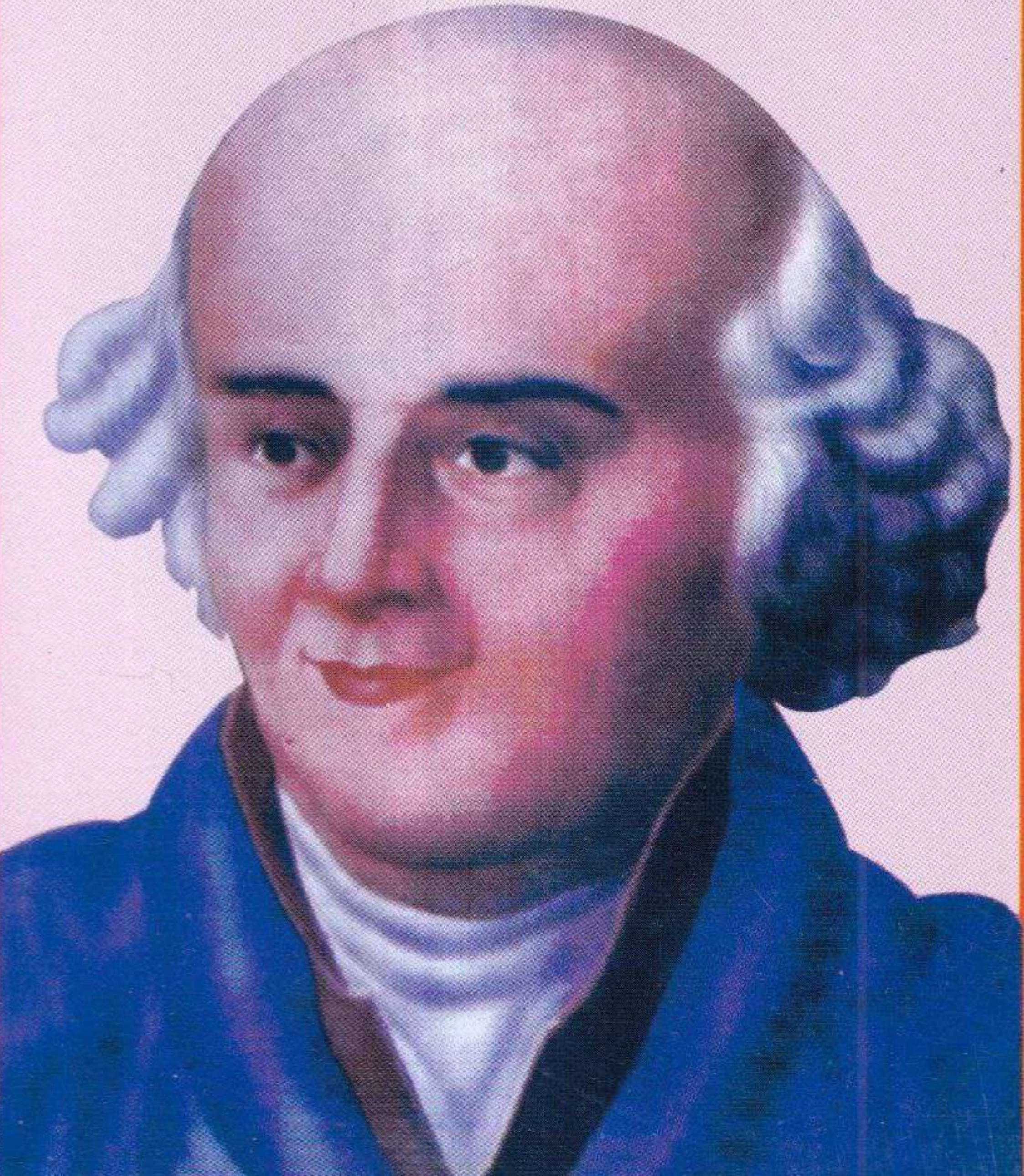

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ	
	ভূমিকা	
	প্রথম বিভাগ **তত্ত্বগত বিভাগ**	
প্রথম অধ্যায়	হোমিওপ্যাথির মূলনীতির সঙ্গে শক্তি,মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের সম্পর্ক	১-৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	আদর্শ আরোগ্যের শর্ত	৮-২১
তৃতীয় অধ্যায়	ওষুধের ক্রিয়ার ধারা	১২-১৭
চতুর্থ অধ্যায়	আরোগ্যক্রিয়ায় শক্তি ও মাত্রার ভূমিকা - দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা	১৮-২১
পঞ্চম অধ্যায়	প্রবণতা	২২-২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের উপায়	২৮-৩২
সপ্তম অধ্যায়	শক্তিকরণ	৩৩-৩৭
অষ্টম অধ্যায়	শক্তিকরণ প্রক্রিয়া	৩৮-৪১
নবম অধ্যায়	পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ	৪২-৪৭
দশম অধ্যায়	পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী	৪৮-৫২

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রয়োগগত বিভাগ

প্রথম অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-রোগীর অবস্থা	৫৪-৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-রোগীর অবস্থা	৫৯-৬৫
তৃতীয় অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-রোগের অবস্থা	৬৬-৬৮
চতুর্থ অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-রোগের প্রকৃতি	৬৯-৭৭
পঞ্চম অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-ওষুধের প্রকৃতি	৭৮-৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-ওষুধের প্রকৃতি	৭৯-৯৪
সপ্তম অধ্যায়	শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ-ওষুধের প্রকৃতি	৯৫-৯৯
অষ্টম অধ্যায়	মাত্রা বিজ্ঞান	১০০-১০৮
নবম অধ্যায়	ওষুধ প্রয়োগ বিজ্ঞান	১০৯-১১৬
দশম অধ্যায়	দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের শক্তি ও মাত্রা	১১৭-১২৩
একাদশ অধ্যায়	পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞান	১২৪-১৩৪
দ্বাদশ অধ্যায়	শততমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের তুলনামূলক বিচার	১৩৫-১৪১

তৃতীয় বিভাগ

রোগী বিবরণী বিভাগ

প্রথম অধ্যায়	দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান বাহ্যিক কারণজনিত পীড়া	১৪৩-১৪৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান অচির পীড়া	১৪৮-১৫২
তৃতীয় অধ্যায়	দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান সংক্রামক ও মহামারী রোগ	১৫৩-১৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান চিররোগ	১৫৬-১৬১
পঞ্চম অধ্যায়	দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি, মাত্রাওপ্রয়োগবিজ্ঞান মুমূর্ষু অবস্থায় হোমিওপ্যাথি	১৬২-১৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	দৃষ্টান্তের সাহায্যে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞান	১৬৭-১৭৮

চতুর্থ বিভাগ

বিশ্ববরেণ্য হোমিও প্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের রোগী বিবরণী

প্রথম অধ্যায় হ্যানিম্যানের চিকিৎসিত চারটি রোগী বিবরণী১৮০-১৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়কতিপয় বিশ্ববরেণ্য হোমিও প্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের রোগী বিবরণী

কেন্ট - ১৮৯, ডাঃ. জে. এইচ. ক্লার্ক - ১৯২, এইচ. এ. রবার্টস - ১৯৪, এইচ. সি. অ্যালেন - ১৯৬, ওয়েসেলহিফ্ট ও অ্যাড্‌লফ লিপি - ১৯৭, মার্গারেট টাইলার ও জন উইয়ার - ১৯৯, ই. বি. ন্যাস - ২০১, ডঃ বি. কে. বসু - ২০২, জে. এন. কাঞ্জিলাল - ২০৫

পরিশিষ্ট

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক-চিকিৎসকদের রোগীবিবরণী *

১ শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্গাননের অনুচ্ছেদ সমূহ ২০৯

২ বৃহৎ মাত্রার কুফল সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের বক্তব্য ২১০-২১৩

৩ মাত্রা সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের অভিমত ২১৪-২১৮

৪ মাত্রা সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য ২১৯-২২১

৫ শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কেন্টের উপদেশ ২২২-২২৩

৬ ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি ২২৪-২২৫

১ অধ্যায়

হোমিওপ্যাথির মূলনীতির সঙ্গে শক্তিমাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের সম্পর্ক

মূলনীতি

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশকাল পাত্রভেদে এই নিয়মগুলোর পরিবর্তন হয়না। এই নীতিগুলো সরল কিন্তু এদের ব্যপকতা ও গভীরতা অসীম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো রুগ্ন মানুষ (The Sick)। এই রুগ্ন মানুষকে রোগমুক্ত করে সুস্থ করে তুলতে হবে। সকলনীতিগুলো এই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়। মূলনীতি হল সদৃশনীতি (Law of Similars)। এই নীতি অন্যান্য নীতিগুলোকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। ওষুধ নির্বাচনে, নির্বাচিত ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে এবং তার প্রয়োগশৈলীতে সদৃশনীতি হল একমাত্র পথ নির্দেশক নীতি।

সদৃশনীতি এবং শক্তি ও মাত্রা

সদৃশনীতি হলো ঃ Similia Similibus Curentur. Simplex Simile Minimum. সদৃশ ওষুধ সদৃশরোগকে আরোগ্য করে, যদি সেই সদৃশ ওষুধটি একক, অবিমিশ্র ও ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ওষুধটি রোগের সঙ্গে শুধু সাদৃশ্যযুক্ত হলেই হবে না ওষুধটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। একটি মানুষ, একটি রোগ। একটি রোগ, একটি ওষুধ। সদৃশ, সরল ওষুধ। এই সাদৃশ্য হল সার্বিক সাদৃশ্য। রোগের দু' একটা লক্ষণের সঙ্গে ওষুধের দু একটা লক্ষণের মিল নয়। রোগীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওষুধের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য। অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তিত্বের (diseased personality)র সঙ্গে ওষুধ ব্যক্তিত্বের (drug personality-র) সাদৃশ্য। রোগশক্তির আক্রমণে রোগীর দেহ ও মনস্তরে যে সার্বিক বিচ্যুতি ঘটে ওষুধেরও ঠিক তদ্রূপ বিচ্যুতি ঘটাবার ক্ষমতা থাকতে

হবে। অন্যভাবে বলা যায় রোগশক্তির গভীরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে ওষুধশক্তির গভীরতা ও ব্যাপকতার মিল থাকতে হবে। এ মিল গুণগত ও পরিমাণগত (qualitative and quantitative)। আরোগ্যবিধানের জন্য তাই যেমন সদৃশ ওষুধ নির্বাচন করতে হয় তেমনি সেই ওষুধকে যথোচিতভাবে শক্তিকৃত অবস্থায় উপযুক্ত মাত্রায় যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হয়। তা নইলে সার্বিক সাদৃশ্য হয়না, সদৃশনীতির যথার্থ প্রয়োগ হয় না। আদর্শ আরোগ্য বিধানও হয়না। আংশিক সাদৃশ্য কোন সাদৃশ্যই নয়। এজন্য শক্তি ও মাত্রানীতিকে সামগ্রিকভাবে সদৃশনীতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করতে হবে। সাধারণতঃ ওষুধ নির্বাচনেই সদৃশনীতিকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত করা হয় না। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ এ-ই।

প্রাকৃতিক সদৃশনীতি

প্রাকৃতিক সদৃশনীতিই হলো আরোগ্যবিষয়ক সদৃশনীতি (Homoeopathic Law of Nature is homoeopathic Law of Cure). প্রকৃতি রাজ্যে অহরহ যে আরোগ্য সংগঠিত হচ্ছে তা সকলই সদৃশনীতির প্রত্যক্ষফল। এই নীতিটি হলঃ জীবদেহে একটি প্রাকৃতিক রোগ আরেকটি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত রোগদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় যদি দ্বিতীয়টি (কৃত্রিম ব্যধিটি) ভিন্নতর উৎস থেকে সৃষ্ট হয় এবং শক্তিতে কিছুটা বলবত্তর হয়।[১]

অর্থাৎ মানুষের রোগ আরোগ্য করতে হলে চারটি প্রধান শর্তের পূরণ হওয়া আবশ্যক। এগুলো হলঃ-

১. রোগ আরোগ্য করতে হলে আরেকটি রোগের সংক্রমণ ঘটাতে হবে।

২. সেই রোগটি প্রাকৃতিক রোগের সদৃশ হতে হবে।

৩. সেটি ভিন্নতর উৎস থেকে উৎপাদিত হতে হবে।

৪. সেটি প্রাকৃতিক রোগ থেকে অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে।

---

১. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one, if the later (whilst differing in kind is very similar to the former in its manifestations. (Aphorism 26, Organon of Medicine, Samuel Hahneman.

হোমিওপ্যাথিতেই কেবল এশর্তের পূরণ সম্ভব

জীবনীশক্তি ও স্বাস্থ্য

আদর্শ আরোগ্য বিধানের এই আবশ্যিক শর্তগুলো কেবল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতিতেই পূরণ সম্ভব। কেননা হোমিওপ্যাথি ডাইনামিক তত্ত্বের (dynamic theory-র) উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাইনামিক (dynamic) কথাটি এসেছে গ্রীক্ শব্দ থেকে। Dynamis মানে জীবনীশক্তি বা জীবসত্তার শক্তি (Vital principle, life principle, animated principle, vital force). ডাইনামিক মানে হল জীবনীশক্তির ক্রিয়া বা জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়া। জীবনীশক্তি অন্যান্য শক্তির মতই দেখা যায়না, কিন্তু দেহমাধ্যমে তার ক্রিয়াধারা দেখে তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। এজন্য এ শক্তিকে অতীন্দ্রিয়শক্তিও বলে। জীবনীশক্তি যে স্তরে ক্রিয়া করে তা হল ডাইনামিক স্তর বা অতীন্দ্রিয় স্তর। জীবন গতিশীল (dynamic)। জীবন ক্রিয়া সাধিত হয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুসংহত ক্রিয়ার মাধ্যমে একই শক্তির ছন্দোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই শক্তি হলো জীবনীশক্তি (vital force or dynamis) । এই শক্তি মানুষের দেহ ও মনকে সঞ্জীবিত রাখে, প্রতিটি দেহযন্ত্রকে স্বীয়কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত করে। এই শক্তি মানবদেহকে অনুভব করার, কার্য সম্পাদন করার এবং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রদান করে। এ স্বাস্থ্য ও ব্যাধিতে এই জড় দেহকে সঞ্জীবিত রাখে। (অনুচ্ছেদ ১০)

স্বাস্থ্য

হ্যানিম্যান বলেন, মানুষের সুস্থাবস্থায় এই অতীন্দ্রিয় (ডাইনামিক) জীবনীশক্তি তার জড়দেহকে সঞ্জীবিত রাখে, অসীম ক্ষমতায় নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে এবং প্রাণক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দেহতন্ত্রের সকল অংশের কর্মক্ষমতা ও অনুভব শক্তি সুন্দর ও সুসমঞ্জসভাবে বজায় রাখে যার ফলে আমাদের অন্তঃস্থিত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মন এই সুস্থ জীবন্ত দেহযন্ত্রটিকে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের

নির্মিত্ত স্বাধীনভাবে নিয়োজিত করতে পারে।[২] অর্থাৎ স্বাস্থ্য হলো দেহীর স্বাভাবিক অবস্থা যখন প্রাণক্রিয়া স্বচ্ছন্দে অব্যাহতভাবে চলে। দেহভন্ত্রে তখন একটা সাম্যাবস্থা (a state of equilibrium) বিরাজ করে। একটা ভাল লাগাবোধ, একটা সুখানুভূতি বিরাজ করে। এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। এ হলো সুস্থা-স্থা। এ ডাইনামিক অবস্থা। একে দেখা যায়না, কিন্তু উপলব্ধির মাধ্যমে, বিভিন্ন ি দর্শন দেখে এর অস্থিত্ব বোঝা যায়।

রোগ

রোগাক্রমণে এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। রোগশক্তি জীবনীশক্তির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। কাজেই তখন স্বতঃস্ফুর্তভাবে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম শুরু হয়। ফলে স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দেহে মনে কতগুলো অসুখকর উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণভাবে এগুলোকেই রোগ বলা হয়। কিন্তু এগুলো রোগ নয়, রোগের লক্ষণ (symptoms)। এগুলো মিলিতভাবে আভ্যন্তর রোগের প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ জীবনীশক্তির অবস্থার বিচ্যুতি বা রোগকে বাইরে তুলে ধরে।[৩] অর্থাৎ রোগ হলো স্বাস্থ্যের এক পরিবর্তিত অবস্থা (a deviated state of health, a dynamic state, disease-dynamis). স্বাস্থ্য ও রোগ জীবনের দু'অবস্থা-দুটি বিপরীত অবস্থা। দুটিই ডাইনামিকঅবস্থা। একটি স্বাভাবিক অবস্থা, আরেকটি তার পরিবর্তিত অবস্থা। রোগ লক্ষণ সাহায্য প্রার্থনারও ভাষা। এগুলোর জন্যই রোগী চিকিৎসকের নিকট সাহায্য অর্থাৎ ওষুধ এবং অন্যান্য পরামর্শ প্রার্থনা করে। এগুলির মাধ্যমেই চিকিৎসক রোগের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী ওষুধ নির্বাচন ও ব্যবস্থা করে। এগুলো চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে যোগসূত্র। কাজেই এগুলো দূর করা, অবলুপ্ত করা বা চাপা দেওয়া আমাদের চিকিৎসার লক্ষ্য নয়। এগুলো আরোগ্য বিধানের আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শক।

---

২. In the healthy condition of man the spritual vital force, the dynamis, that animates in material body, rules with unbounded sway, and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operations, as regards both sensations and functions, so that our indwelling, reason-gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence I Aphor. 9.

৩. Totality of symptoms is the outorderly reflected picture of the internal essence of the disease, that is, of the affection of the vital force - Aphor. 7.

আরোগ্য

আমরা যদি সে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য এমনভবে দিতে পারি যা জীবনী-শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারে তবে সে তা গ্রহণ করে এবং তার আরব্ধকার্য সম্পন্ন করে। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের বি চ্যুত অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা পুণঃস্থাপন করে। তখন সকল অসুখকর উপসর্গের অবসান ঘটে, ভাললাগা বোধ আবার ফিরে আসে। একেই আরোগ্য (cure) বিধান বলে। এও এক ডাইনামিক প্রক্রিয়ার ফল। চিকিৎসার লক্ষ্য এরূপ অরোগ্য বিধান করা।

ওষুধ

রোগশক্তির ন্যায় ওষুধ ও জীবনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন (inimical)। এজন্য ওষুধ প্রয়োগে দেহতন্ত্রে প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাতে স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি ঘটে। অর্থাৎ রোগ সৃষ্টি হয় এবং রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুস্থদেহে ওষুধ প্রয়োগ করে ওষুধ স্বাস্থ্যের কিরূপ বিচ্যুতি ঘটাতে পারে অর্থাৎ কি ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে তা জানা যায়। একে ড্রাগ প্রুভিং (drug proving) বলে। মেটেরিয়া মেডিকায় ওষুধের এই রোগ উৎপাদক ক্ষমতার অনুপুঙ্খ বিবরণ লেখা আছে।

হোমিওপ্যাথিক ওষুধেই কেবল রোগ আরোগ্য সম্ভব

অতএব কোন রোগের ক্ষেত্রে যদি এমন ওষুধ প্রয়োগ করা যায় যাতে দেহে ক্রিয়াশীল রোগের মত আরেকটি সদৃশরোগ উৎপাদন সম্ভব হয় তাহলে দেহতন্ত্রে একই রূপ পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই দু সদৃশ অবস্থা অর্থাৎ রোগ ও তাদের লক্ষণ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন তাদের পৃথক অস্তিত্ব আর থাকে না। ওষুধ শক্তি যদি রোগ শক্তি থেকে বলবত্তর হয় তবে ওষুধজাত রোগে পূর্বতন প্রাকৃতিক রোগটি এবং ওষুধজাত লক্ষণে প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণ বিলীন হয়ে যায়। ফলে রোগ লক্ষণের সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়। একে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি (homoeopathic aggravation) বলা হয়।

ওষুধটি যদি ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তবে তার ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। যদি এটি ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তবে তার ক্রিয়া স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হয়। ফলে রোগী ওষুধজাত এই বৃদ্ধি বিশেষ উপলব্ধি করতে পারেনা এবং সে

বৃদ্ধিও অল্পকালের মধ্যে শেষ হয়। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হলে তার ক্রিয়াজাত স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি ও তজ্জন্য লক্ষণসমূহ ও অন্তর্হিত হয়। রোগী তার পূর্বেকার স্বাস্থ্য ফিরে পায়। একে আরোগ্য বলে অভিহিত করা হয়। আরোগ্য বিধানের এই নীতি হল সদৃশনীতি। যে ওষুধ এরূপ আরোগ্য বিধান করে তাকে সদৃশতম ওষুধ, আরোগ্যকারী ওষুধ বা simillimum বলে।

শক্তি নীতির বিবেচ্য বিষয়

অতএব নির্মল আরোগ্য বিধান করতে হলে ওষুধকে রোগ শক্তি থেকে বলবত্তর হতে হবে এবং একই ডাইনামিক স্তরে কাজ করতে হবে। এজন্য ওষুধকে সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ডাইনামিক স্তরে কাজ করার উপযোগী করে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। একে শক্তিকরণ প্রক্রিয়া (potentization or dynamization) বলে। এতে ওষুধের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটানো হয়। এই শক্তি (potency) হল ওষুধের এক গুণগত অবস্থা (qualitive state)। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির ওষুধের প্রয়োজন হয়। এজন্য বিশেষ স্কেল অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া কোন শক্তিকে ওষুধরূপে ব্যবহার করতে হলে তার উপর চিকিৎসকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। কোনক্ষেত্রে কিরূপ শক্তির প্রয়োজন, কখন সেশক্তি বাড়াতে কমাতে বা প্রশমিত করতে হবে এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই শক্তি নীতির বিবেচ্য বিষয়।

মাত্রা নীতির বিবেচ্য বিষয়

মাত্রা হল পরিমাণ। প্রতিটি রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটি কতটা পরিমাণ কতবার প্রয়োগ করলে আরোগ্য ক্রিয়া দ্রুত এবং বিনা কষ্টে সম্পন্ন হবে, কোনটি বৃহৎ মাত্রা, কোনটি ক্ষুদ্র মাত্রা, কখন বৃহৎ মাত্রা, কখন ক্ষুদ্র, কখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে সেসকলই হল মাত্রা নীতির বিবেচ্য বিষয়।

প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়

প্রতিটি রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটি কত শক্তিতে, কিরূপ মাত্রায় কখন কতবার কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কখন শক্তির পরিবর্তন করতে হবে, মাত্রার রদবদল করতে হবে কিংবা ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে, ওষুধ